তথ্যবিবরণী                                                                                  নম্বর : ২৯৬৯

**আলাউদ্দিন আলীর মৃত্যুতে তথ্য প্রতিমন্ত্রীর শোক**

ঢাকা, ২৫ শ্রাবণ (৯ আগস্ট) :

 বরেণ্য সুরকার ও গীতিকার আলাউদ্দিন আলীর মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন তথ্য প্রতিমন্ত্রী ডা. মোঃ মুরাদ হাসান।

 প্রতিমন্ত্রী বলেন, বাংলা গান বিশেষ করে বাংলা চলচ্চিত্রে অসংখ্য শ্রোতাপ্রিয় গান তৈরি করেছেন আলাউদ্দিন আলী। বহুমুখী প্রতিভাধর এ সংগীত ব্যক্তিত্বের মৃত্যুতে সাংস্কৃতিক জগতে যে শূন্যতার সৃষ্টি হল তা সহজে পূরণ হওয়ার নয়। এ দেশের মানুষের হৃদয়ে আলাউদ্দিন আলীর নাম অম্লান হয়ে থাকবে।

 শোক বার্তায় প্রতিমন্ত্রী মরহুমের আত্মার মাগফিরাত কামনা ও শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

#

মাহবুবুর/মাহমুদ/সঞ্জীব/রেজাউল/২০২০/২১০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                  নম্বর : ২৯৬৮

**আলাউদ্দিন আলীর মৃত্যুতে পরিবেশ মন্ত্রীর শোক**

ঢাকা, ২৫ শ্রাবণ (৯ আগস্ট) :

 বিশিষ্ট সুরকার ও সংগীত পরিচালক আলাউদ্দিন আলীর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী মোঃ শাহাব উদ্দিন।

 মন্ত্রী আজ এক শোকবার্তায় মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করেন এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

 শোকবার্তায় পরিবেশ মন্ত্রী বলেন, আলাউদ্দিন আলী ছিলেন বাংলা চলচ্চিত্রের সুরের জগতে অবিস্মরণীয় নাম। অসংখ্য চলচ্চিত্রের গানে সুর দিয়ে তিনি বাংলাদেশী চলচ্চিত্রকে সমৃদ্ধ করেছেন। তাঁর চলে যাওয়া দেশের সংগীতাঙ্গনের জন্য এক অপূরণীয় ক্ষতি।

#

দীপংকর/মাহমুদ/সঞ্জীব/রেজাউল/২০২০/২১৩৮ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                  নম্বর : ২৯৬৭

**আলাউদ্দিন আলীর মৃত্যুতে সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রীর শোক**

ঢাকা, ২৫ শ্রাবণ (৯ আগস্ট) :

 বিশিষ্ট সুরকার ও সংগীত পরিচালক আলাউদ্দিন আলীর মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ।

 শোকবার্তায় সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী জানান, আটবার জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারজয়ী সংগীত পরিচালক আলাউদ্দিন আলী ছিলেন বাংলা চলচ্চিত্রের সুরের জগতে এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। দীর্ঘ সংগীত জীবনে তিনি প্রায় তিন শতাধিক চলচ্চিত্রের গানে সুর দিয়েছেন। অসময়ে তাঁর চলে যাওয়া দেশের সংগীতাঙ্গনের জন্য এক অপূরণীয় ক্ষতি। বাংলা চলচ্চিত্রে এ কালজয়ী সুরকারের অবদান দেশ ও জাতি বিশেষ করে চলচ্চিত্রপ্রেমী ও সংগীত বোদ্ধাগণ দীর্ঘকাল স্মরণে রাখবে।

 প্রতিমন্ত্রী মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করেন এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

#

ফয়সল/মাহমুদ/সঞ্জীব/রেজাউল/২০২০/২১১০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                  নম্বর : ২৯৬৬

**আলাউদ্দিন আলীর মৃত্যুতে তথ্যমন্ত্রীর শোক**

ঢাকা, ২৫ শ্রাবণ (৯ আগস্ট) :

 বরেণ্য সংগীত ব্যক্তিত্ব আলাউদ্দিন আলীর মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ।

 আজ রাজধানীর একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় এই সংগীত প্রতিভার জীবনাবসানে শোকাহত তথ্যমন্ত্রী তার শোকবার্তায় আলাউদ্দিন আলীর দীর্ঘ চার দশকের সংগীত জীবনের কথা স্মরণ করে বলেন, একই সঙ্গে সুরকার, সংগীত পরিচালক, বেহালাবাদক ও গীতিকার আলাউদ্দিন আলীর সুরে গান করে বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তানের বহু স্বনামধন্য শিল্পী নিজেদেরকে সমৃদ্ধ করেছেন।

 জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারপ্রাপ্ত আলাউদ্দিন আলীর নিজস্ব সুরে গাঁথা বাংলা গান চলচ্চিত্রজগতে বিপুল জনপ্রিয়তা তৈরি করেছে, বলেন ড. হাছান।

 গুণী এই মানুষের জন্ম ১৯৫২ সালের ২৪ ডিসেম্বর মুন্সিগঞ্জের টঙ্গিবাড়ী উপজেলার বাঁশবাড়ি গ্রামে। তাঁর বাবা ওস্তাদ জাদব আলী। মায়ের নাম জোহরা খাতুন।

 তথ্যমন্ত্রী প্রয়াত আলাউদ্দিন আলীর বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

#

আকরাম/মাহমুদ/সঞ্জীব/রেজাউল/২০২০/২১০০ ঘণ্টা

তথ্যববিরণী নম্বর : ২৯৬৫

**বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদ্যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির কার্যালয়ে**

**বঙ্গমাতা এবং শহিদ শেখ কামালের জন্মদিন উপলক্ষে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত**

ঢাকা, ২৫ শ্রাবণ (৯ আগস্ট) :

 জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির কার্যালয়ে আজ বিকালে বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিবের ৯০তম জন্মবার্ষিকী এবং বীর মুক্তিযোদ্ধা শহীদ শেখ কামালের ৭১তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে এক অনলাইন আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

 আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলে সভাপতিত্ব করেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির সভাপতি অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন কমিটির প্রধান সমন্বয়ক ড. কামাল আব্দুল নাসের চৌধুরী। কার্যালয়ের কর্মকর্তাগণ বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব এবং শহিদ শেখ কামালের জীবন, কর্ম ও অবদানের ওপর আলোচনা করেন এবং তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান।

 অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম বঙ্গমাতা এবং শেখ কামালের জীবন ও কর্ম নিয়ে তাঁর ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণ করে বলেন, বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব ছিলেন চিরন্তন বাঙালি মায়ের প্রতীক। তিনি আরও বলেন, বহুবিধ গুণের অধিকারী শেখ কামাল অত্যন্ত সাধারণ জীবনযাপন করতেন।

 প্রধান সমন্বয়ক তাঁর বক্তব্যে বলেন, বঙ্গবন্ধুর অবিচল সহযোদ্ধা হিসাবে শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব এবং বঙ্গবন্ধুর পুত্র শেখ কামাল আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে যে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন তা অবিস্মরণীয়।

 আলোচনা শেষে বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব এবং শহিদ শেখ কামালের আত্মার মাগফিরাত কামনা করে বিশেষ দোয়া করা হয়।

#

নাসরীন/মাহমুদ/সঞ্জীব/রেজাউল/২০২০/২০৩৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                  নম্বর : ২৯৬৪

**অধস্তন আদালতে করোনায় সুস্থতার হার ৬৬ শতাংশ, মৃত্যুর হার  শূন্য দশমিক ৫৭ শতাংশ**

ঢাকা, ২৫ শ্রাবণ (৯ আগস্ট) :

 অধস্তন আদালতে করোনা শনাক্তের বিবেচনায় সুস্থতার হার ৬৬ শতাংশ এবং মৃত্যুর হার শূন্য দশমিক ৫৭ শতাংশ  যা  জাতীয় সুস্থতার হারের চেয়ে যথাক্রমে সাড়ে ৮ শতাংশ বেশি এবং জাতীয় মৃত্যুর হারের চেয়ে শূন্য দশমিক ৭৫ শতাংশ কম।

 স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের শনিবারের স্বাস্থ্য বুলেটিনের পরিসংখ্যান অনুযায়ী   দেশে করোনা শনাক্তের বিবেচনায় সুস্থতার হার ৫৭ দশমিক ৪৭ শতাংশ এবং মৃত্যুর হার ১ দশমিক ৩২ শতাংশ।

 আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগ কর্তৃক পরিচালিত করোনা মনিটরিং ডেস্ক এর গতকাল  পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী অধস্তন আদালতে কোভিড-১৯ এ  আক্রান্ত হয়েছেন ৩৫০ জন । এঁদের মধ্যে বিচারক ৭৩ জন ও কর্মচারী ২৭৭ জন।

 অন্যদিকে কোভিড-১৯ থেকে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়েছেন ২৩১ জন। এঁদের মধ্যে  ৪৬ জন বিচারক এবং  ১৮৫ জন কর্মচারী।

 বর্তমানে ২৭ জন বিচারক অসুস্থ রয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ২৫ জন নিজ বাসায় এবং ২ জন হাসপাতালে চিকিৎসা নিচ্ছেন। কর্মচারী অসুস্থ রয়েছেন ১০২ জন। আক্রান্তদের মধ্যে ২ জন মৃত্যুবরণ করেছেন,  যাদের মধ্যে ১ জন বিচারক ও ১ জন কর্মচারী।

 অধস্তন আদালতে সুস্থতা ও মৃত্যুর হার উভয় ক্ষেত্রে বিচারকদের চেয়ে কর্মচারীরা ভালো অবস্থানে রয়েছেন। আইন ও বিচার বিভাগের মনিটরিং ডেস্কের গতকালের তথ্য- উপাত্ত বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় করোনা শনাক্ত বিবেচনায় বিচারকদের সুস্থতার হার ৬৩ শতাংশ এবং কর্মচারীদের সুস্থতার হার ৬৬ দশমিক ৭৮ শতাংশ।

 অন্যদিকে করোনা শনাক্ত বিবেচনায় বিচারকদের মৃত্যুর হার ১ দশমিক ৩৬ শতাংশ। সেখানে  কর্মচারীদের মৃত্যুর হার শূন্য দশমিক ৩৬ শতাংশ।

 মনিটরিং ডেস্কের প্রধান সমন্বয়ক ড. শেখ গোলাম মাহবুব জানিয়েছেন, আইনমন্ত্রী আনিসুল হক এবং  আইন সচিব মোঃ গোলাম সারওয়ার মনিটরিং ডেস্কের রিপোর্ট প্রতিদিন পর্যবেক্ষণ করছেন এবং আক্রান্তদের চিকিৎসার খোঁজ-খবর রাখছেন ।

#

খায়ের/মাহমুদ/সঞ্জীব/রেজাউল/২০২০/২০২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                  নম্বর : ২৯৬৩

**শীঘ্রই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি ও প্রো-ভিসির শূন্যপদ পূরণের উদ্যোগ**

 **-- শিক্ষামন্ত্রী**

ঢাকা, ২৫ শ্রাবণ (৯ আগস্ট) :

 শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি বলেছেন, অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিসি, প্রো-ভিসি ও কোষাধ্যক্ষের পদ শূন্য রয়েছে। শীঘ্রই এই সকল শূন্যপদ পূরণের উদ্যোগ নেয়া হবে। এই লক্ষ্যে ৩১ আগস্টের মধ্যে সকল পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ১০ শতাংশ সিনিয়র প্রফেসরদের নামের তালিকা ও জীবন বৃত্তান্ত শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য তিনি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহকে আহ্বান জানিয়েছেন।

 মন্ত্রী আজ দেশের পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি, প্রো-ভিসি ও কোষাধ্যক্ষের শূন্যপদ পূরণের ব্যবস্থা নেয়া সংক্রান্ত এক ভার্চুয়াল মিটিংয়ে সভাপতির বক্তব্যে এ আহ্বান জানান। শিক্ষা উপমন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সচিব মোঃ মাহবুব হোসেন-সহ মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ এই মিটিংয়ে যুক্ত ছিলেন।

 মন্ত্রী আগামী ১০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে যে সকল প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি, প্রো-ভিসি ও কোষাধ্যক্ষের পদ শূন্য রয়েছে সে সব শূন্য পদে নিয়োগের জন্য নাম প্রস্তাব করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণেরও আহ্বান জানান।

 উল্লেখ্য বর্তমানে দেশের তিনটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি এবং এবং ২৫টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভিসির পদ শূন্য রয়েছে। অন্যদিকে দেশের ১৯টি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি এবং ৮৩ টি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রো-ভিসির পদ শূন্য রয়েছে।

#

খায়ের/মাহমুদ/সঞ্জীব/রেজাউল/২০২০/২০১৮ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                  নম্বর : ২৯৬২

**জাতীয় জ্বালানি নিরাপত্তা দিবস-২০২০ উপলক্ষে ভার্চুয়াল সেমিনার অনুষ্ঠিত**

ঢাকা, ২৫ শ্রাবণ (৯ আগস্ট) :

‘মুজিববর্ষের অঙ্গীকার, সাশ্রয়ী মূল্যে জ্বালানির প্রাধিকার’ প্রতিপাদ্য নিয়ে জাতীয় জ্বালানি নিরাপত্তা দিবস-২০২০ উদ্‌যাপন উপলক্ষে ‘Energy Scenario of Bangladesh: Prospects Challenges & Way Forward’ শীর্ষক ভার্চুয়াল সেমিনার আজ অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিষয়ক উপদেষ্টা ড. তৌফিক-ই-ইলাহী, বীর বিক্রম।

 প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপদেষ্টা বিদ্যুৎ ও জ্বালানির ব্যবহারে সাশ্রয়ী হওয়ার ওপর গুরুত্ব দিয়ে বলেন, বঙ্গবন্ধুর দূরদর্শী সিদ্ধান্তের জন্যই বাংলাদেশ একটি শক্ত ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অনুসন্ধান কার্যক্রম বাড়ানোর পাশাপাশি প্রাথমিক জ্বালানির সরবরাহ অব্যাহত রাখার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে তিনি আহ্বান জানান।

 বিশেষ অতিথির বক্তব্যে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ বলেন, বঙ্গবন্ধুর হাত ধরেই বাংলাদেশে জ্বালানি নিরাপত্তার ভিত্তি রচিত হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় বর্তমান সরকার গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধি, পেট্রোল উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন, কয়লা উৎপাদন বৃদ্ধি, পাথর উৎপাদন বৃদ্ধি, LPG-এর ব্যবহার বৃদ্ধিতে উৎসাহিত করা বা বিকল্প গ্যাস হিসেবে LNG আমদানির মাধ্যমে জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কার্যকর পদক্ষেপ নিয়েছে। তাছাড়া আর্থিক সাশ্রয়ী কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রকল্প হলো সিঙ্গেল পয়েন্ট মরিং, ইআরএল ইউনিট-২, ফ্লুটিং স্টোরেজ রি-গ্যাসিফিকেশন ইউনিট, এলএনজি টার্মিনাল, চট্টগ্রাম হতে পাইপলাইনে তেল পরিবহন উল্লেখযোগ্য-যা বাস্তবায়নের পথে। এলপিজি ব্যবহার বেড়েছে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ, ২০০৯ সালে ব্যবহৃত হতো ৪৫ হাজার মেট্রিক টন যা ২০১৯ সালে হয়েছে ৭ লাখ মেট্রিক টন। নিরবচ্ছিন্ন  বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সরবরাহে প্রযুক্তি ব্যবহার বাড়ানো হচ্ছে। এ সময় তিনি জ্বালানির সাশ্রয়ী  ও দক্ষ ব্যবহারের ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন।

 সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন পেট্রোবাংলার সাবেক পরিচালক ইঞ্জিনিয়ার মোঃ কামরুজ্জামান। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে জ্বালানি, মানব সম্পদ উন্নয়নে জ্বালানি, বাংলাদেশের বিদ্যুৎ ও জ্বালানির বর্তমান অবস্থা, নির্ভরযোগ্য ও টেকসই জ্বালানি, গ্যাস অনুসন্ধান, কয়লা, জীবাশ্ম জ্বালানি, নবায়নযোগ্য জ্বালানি, জ্বালানি দক্ষতা প্রভৃতি বিষয়ে মূল প্রবন্ধে আলোকপাত করা হয়। প্যানেল আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশন অভ্‌ এনার্জি রিপোটার্স বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট অরুণ কর্মকার, এনার্জি এন্ড পাওয়ার পত্রিকার সম্পাদক মোল্লা আমজাদ হোসেন, অধ্যাপক ড. আনোয়ার ভূঁইয়া, অধ্যাপক ড. মাসুদ কামাল, অধ্যাপক ড. ম. তামিম। মুক্ত আলোচনায় অংশ নেন  দৈনিক প্রথম আলো পত্রিকার সিনিয়ার প্রতিবেদক আরিফুজ্জামান তুহিন, যমুনা টিভির বিশেষ প্রতিবেদক মাহফুজ মিসু এবং ডেইলি অবজারভারের প্রধান প্রতিবেদক মিজ শাহনাজ বেগম ।

 জ্বালানি বিভাগের সিনিয়র সচিব মোঃ আনিছুর রহমানের সভাপতিত্বে ভার্চুয়াল সেমিনারে অন্যান্যের মাঝে সংযুক্ত ছিলেন বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতি মোঃ শহীদুজ্জামান সরকার, সংসদ সদস্য আবু জহির, বিপিসি'র চেয়ারম্যান মোঃ সামছুর রহমান এবং পেট্রোবাংলার চেয়ারম্যান এবিএম আবদুল ফাত্তাহ্।

#

আসলাম/মাহমুদ/সঞ্জীব/রেজাউল/২০২০/১৮৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                  নম্বর : ২৯৬১

**কোভিড**-**১৯**(**করোনা ভাইরাস**) **সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ২৫ শ্রাবণ (৯ আগস্ট) :

          ন্যাশনাল ডিজাস্টার রেসপন্স কো-অর্ডিনেশন সেন্টার (এনডিআরসিসি) থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী করোনা ভাইরাস পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য ৬৪ জেলায় ইতোমধ্যে ২ লাখ ১১ হাজার ১৭ মেট্রিক টন চাল বরাদ্দ করা হয়েছে। এছাড়া শিশুখাদ্য-সহ অন্যান্য সামগ্রী ক্রয়ের জন্য ১২২ কোটি ৯৭ লাখ ৭২ হাজার ২৬৪ টাকা নগদ বিতরণ করা হয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বরাদ্দকৃত এ সাহায্য দেশের সকল জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের মাধ্যমে বিতরণ করা হচ্ছে।

 ‌         স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান (আইইডিসিআর)-এর তথ্যানুযায়ী আজ দেশে নতুন করে আরো ২ হাজার ৪৮৭ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ ধরা পড়েছে। এ নিয়ে বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত কোভিড-১৯ আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ২ লাখ ৫৭ হাজার ৬০০ জন। গত ২৪ ঘণ্টায় ৩৪ জন-সহ এ পর্যন্ত ৩ হাজার ৩৯৯ জন এ রোগে মৃত্যুবরণ করেছেন। গত ২৪ ঘণ্টায় ১০ হাজার ৭৫৯ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ১ লাখ ৪৮ হাজার ৩৭০ জন।

          সারা দেশে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে ৬২৯টি প্রতিষ্ঠান এবং এর মাধ্যমে তাৎক্ষণিকভাবে প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনের সেবা প্রদান করা যাবে ৩১ হাজার ৯৯১ জনকে।

#

তাসমীন/মাহমুদ/সঞ্জীব/রেজাউল/২০২০/১৮০৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                         নম্বর : ২৯৬০

**বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের ষড়যন্ত্রকারীদেরও মুখোশ উন্মোচন প্রয়োজন**

 **-- তথ্যমন্ত্রী**

ঢাকা, ২৫ শ্রাবণ (৯ আগস্ট) :

 ‘কমিশন গঠনের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ডের ষড়যন্ত্রকারীদেরও মুখোশ উন্মোচিত হওয়া প্রয়োজন’ বলেছেন তথ্যমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ।

 ‘আজ থেকে শত শত বছর পরের বাঙালি প্রজন্মের ইতিহাস জানার স্বার্থে, সত্য জানার স্বার্থে এখনই প্রয়োজন একটি কমিশন গঠন করে এই হত্যাকাণ্ডের পটভূমি যারা রচনা করেছিল, ষড়যন্ত্রের সাথে যুক্ত ছিল, তাদের মুখোশ উন্মোচন করা, তাহলেই ইতিহাস সঠিকভাবে রচিত হবে, অন্যথায় ইতিহাসের এই সত্যগুলো ভবিষ্যৎ প্রজন্ম জানবে না’, বলেন ড. হাছান।

 আজ দুপুরে সচিবালয়ে ক্লিনিক ভবন প্রাঙ্গণে জাতীয় শোক দিবস-২০২০ উপলক্ষে বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্মের ওপর ভিত্তি করে তথ্য অধিদফতর আয়োজিত ‘আলোকচিত্র, ডিজিটাল ডিসপ্লে এবং সংবাদপত্রে বঙ্গবন্ধু’ শীর্ষক সপ্তাহব্যাপী প্রদর্শনী উদ্বোধনকালে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

 প্রধান তথ্য অফিসার সুরথ কুমার সরকারের সভাপতিত্বে তথ্য প্রতিমন্ত্রী ডা. মোঃ মুরাদ হাসান, তথ্যসচিব কামরুন নাহার এবং প্রধানমন্ত্রীর সাবেক তথ্য উপদেষ্টা ইকবাল সোবহান চৌধুরী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন।

 তথ্যমন্ত্রী বলেন, ‘মুজিব শতবর্ষে আমাদের প্রত্যয় হচ্ছে, বঙ্গবন্ধুর যে সমস্ত পলাতক খুনি এখন পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় পালিয়ে আছে, তাদেরকে বাংলাদেশে ফেরত এনে বিচারের রায় কার্যকর করা। একইসাথে আমি মনে করি, যারা সম্মুখে থেকে বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করেছিল, শুধুমাত্র তারাই অপরাধী তা নয়। সত্য এবং ন্যায়ের স্বার্থে ষড়যন্ত্রকারীদেরও মুখোশ উন্মোচিত হওয়া প্রয়োজন। জিয়াউর রহমান-সহ যারা বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ডের সাথে যুক্ত ছিল, ষড়যন্ত্রকারী ছিল, তাদের মুখোশ জনগণের সামনে উন্মোচিত হওয়া প্রয়োজন।’ তিনি বলেন, ‘আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি যে, মুজিব শতবর্ষে এই কাজটি করা আমাদের অত্যন্ত প্রয়োজন।’ কারণ, ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে হলে অন্যায়ের প্রতিকার করতে হবে। সে জন্যই বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বঙ্গবন্ধুর খুনিদের বিচার হয়েছে, বিচারের রায় কার্যকর হয়েছে।’

 বঙ্গবন্ধু যখন একটি যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশকে পুনর্গঠন করে সমৃদ্ধির পথে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হয়, উল্লেখ করে তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, বঙ্গবন্ধুকে যে বছর হত্যা করা হয়, সে বছর বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ছিল ৭ দশমিক ৪ শতাংশ, যেটি আমরা ৪ দশকেরও বেশি সময় পরে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বঙ্গবন্ধুকন্যার নেতৃত্বে অতিক্রম করতে সক্ষম হয়েছি। সে বছর বাংলাদেশে ১০ হাজার মেট্রিক টন অতিরিক্ত খাদ্যশস্য উৎপাদন হয়েছিল। আজ বঙ্গবন্ধুকন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন পূরণের পথে অদম্য গতিতে এগিয়ে চলেছে। খাদ্য ঘাটতির বাংলাদেশ এখন খাদ্যে উদ্বৃত্তের দেশ। স্বল্পোন্নত দেশের তালিকাভুক্ত বাংলাদেশ এখন মধ্যম আয়ের দেশ। বাংলাদেশে সাড়ে ১১ বছর আগে মাথাপিছু আয় ছিল ৬শ’ ডলার, সেটি এখন ২ হাজার ডলারের বেশি।

 তথ্য প্রতিমন্ত্রী তাঁর বক্তৃতায় বঙ্গবন্ধুর পলাতক খুনিদের দেশে ফিরিয়ে এনে বিচারের রায় কার্যকর করার দাবি জানান। তথ্যসচিব কামরুন নাহার জাতির পিতার ৪৫তম শাহাদতবার্ষিকীতে সকলকে নিবেদিতপ্রাণ হয়ে দেশের জন্য কাজে ব্রতী হতে আহ্বান জানান।

 তথ্যমন্ত্রী এ সময় ধারাবাহিকভাবে এ হৃদয়গ্রাহী আয়োজনের জন্য তথ্য অধিদফতরকে ধন্যবাদ জানান এবং অতিথিদের সঙ্গে নিয়ে প্রদর্শনীটি ঘুরে দেখেন। জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক শাহিন ইসলাম, তথ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জাহানারা পারভীন, চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক নুজহাত ইয়াসমিন, অতিরিক্ত প্রধান তথ্য অফিসার বিধান চন্দ্র কর্মকার, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক স. ম. গোলাম কিবরিয়া এবং তথ্য অধিদফতরের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ অনুষ্ঠানে অংশ নেন।

#

আকরাম/মাহমুদ/সঞ্জীব/রেজাউল/২০২০/১৭৫০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৯৫৯

**প্রয়োজন হলে সীমিত পরিমাণে চাল আমদানি করা হবে**

 **-কৃষিমন্ত্রী**

ঢাকা, ২৫ শ্রাবণ (৯ আগস্ট):

আপাতত দেশে খাদ্য ঘাটতির কোন আশঙ্কা নেই উল্লেখ করে কৃষিমন্ত্রী ড. মো: আব্দুর রাজ্জাক বলেছেন, আউশ আমনে চলমান বন্যার ক্ষয়ক্ষতি ও আমনের উৎপাদনসহ সার্বিক পরিস্থিতি প্রতিদিন নিবিড়ভাবে পর্যালোচনা করে প্রয়োজন হলে সীমিত পরিমাণে চাল আমদানির সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। মন্ত্রী বলেন, চলমান বন্যায় আউশের অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। আমন ধানও অনেকক্ষেত্রে ঝুঁকিপূর্ণ। খরার কারণে অনেক সময় উৎপাদন আশানুরূপ হয় না। আউশ আমনে চলমান বন্যার ক্ষয়ক্ষতি ও আমনের উৎপাদন পর্যালোচনা করে প্রয়োজন হলে সীমিত আকারে চাল আমদানির সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। যদি আমনের ফলন ভাল না হয়, বন্যা প্রলম্বিত হয়, বন্যার ক্ষয়ক্ষতি ঠিকমতো কাটিয়ে ওঠা না যায়, তবে চাল আমদানির সিদ্ধান্ত নেয়া হবে।

মন্ত্রী রবিবার বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) আয়োজিত ‘কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে খাদ্য নিরাপত্তা: বাংলাদেশ কী চাল ঘাটতির মুখোমুখি হতে যাচ্ছে?’ শীর্ষক অনলাইন সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এ কথা বলেন।

 এতে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার। সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন কৃষিসচিব মো: নাসিরুজ্জামান। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. মো: শাহাজাহান কবীর। মুখ্য আলোচক ছিলেন পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য (সিনিয়র সচিব) ড. শামসুল আলম।

কৃষিমন্ত্রী বলেন, কৃষিতে চলমান বন্যার ক্ষয়ক্ষতি মোকাবিলায় সব ধরনের কার্যক্রম চলছে। আমন মৌসুমে উৎপাদন বাড়াতে সর্বাত্মক প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া, আগামী রবি মৌসুমের সব ফসলে উৎপাদন বাড়াতে পূর্বপ্রস্তুতি নেয়া হচ্ছে। যাতে করে করোনা, আম্পান ও চলমান বন্যার বিরূপ প্রভাব মোকাবেলা করে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যায়।

 খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার বলেন, কোভিড-১৯ সময়েও মানবতার সেবায় এগিয়ে আসার মনমানসিকতা সবার নেই। একটা গ্রুপ রয়েছে যারা সুযোগ পেলেই চালের দাম বাড়িয়ে দেয়,কৃত্রিম সংকট তৈরি করার চেষ্ঠা করে। আমাদেরকে কৃষক ও ভোক্তা উভয়ের স্বার্থকেই গুরুত্ব দিতে হবে। এই দুয়ের মাঝে সমন্বয় করেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে। তবে জাতীয় নিরাপত্তা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের কথা মাথায় রেখে সরকারি মজুদ সঠিক পরিমাণ রাখতে হবে।

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) এর গবেষণায় দেখা গেছে, চালের উৎপাদন গতবছরের তুলনায় প্রায় ৩ দশমিক ৫৪ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে।  গত বোরো ও আমন মৌসুমের উদ্বৃত্ত  উৎপাদন থেকে হিসাব করে, জুন পর্যন্ত দেশের অভ্যন্তরে ২০ দশমিক ৩১ মিলিয়ন টন চাল ছিল। আগামী নভেম্বর পর্যন্ত চাহিদা মেটানোর পরেও ৫ দশমিক ৫৫ মিলিয়ন টন চাল দেশের অভ্যন্তরে উদ্বৃত্ত থাকবে। নভেম্বর পর্যন্ত ১৬ দশমিক ৫০ কোটি মানুষের চাহিদা মিটানোর পরেও ৩৬-৭৮ দিনের চাল উদ্বৃত্ত থাকবে। এছাড়া, নভেম্বরের মধ্যে দেশের ফুড বাস্কেটে নতুনভাবে আউশ ও আমনের উৎপাদন যুক্ত হবে। ফলে, বাংলাদেশে আপাতত খাদ্য ঘাটতির কোন আশঙ্কা নেই।

  এ অনলাইন সভায় খাদ্যসচিব মোছাম্মৎ নাজমানারা খানুম, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস অধ্যাপক ড. আব্দুস সাত্তার মন্ডল, কৃষি মন্ত্রণালয়ের সাবেক সচিব ড. এস এম নাজমুল ইসলাম, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সাবেক মহাপরিচালক মো. হামিদুর রহমান, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ‎প্রফেসর ড. লুৎফুল হাসান, কৃষি ও গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব শাইখ সিরাজ, আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের বাংলাদেশ প্রতিনিধি ড. হোমনাথ ভান্ডারি, এফএও বাংলাদেশ প্রতিনিধি, প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। এসময় কৃষি মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, অধীনস্ত সকল দপ্তর/সংস্থার প্রধানগণ, বিভিন্ন দাতা সংস্থা, এনজিও এবং এ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিবৃন্দ এতে সংযুক্ত ছিলেন।

#

কামরুল/অনসূয়া/জসীম/কুতুব/২০২০/১৬৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৯৫৮

**নির্ধারিত সময়েই তৃতীয় টার্মিনাল নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হবে**

 **- বিমান পরিবহন ও পর্যটন প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ২৫ শ্রাবণ (৯ আগস্ট):

 বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন প্রতিমন্ত্রী মোঃ মাহবুব আলী বলেছেন, হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের তৃতীয় টার্মিনাল নির্মাণ কাজের ভূমি উন্নয়ন কাজ সম্পন্ন করার পর বর্তমানে পাইলিং এর কাজ চলমান রয়েছে। ৩০০০ এর কিছু বেশি পাইলিং এর মধ্যে ইতোমধ্যে ৪৬৪ টি পাইলিং সম্পন্ন করা হয়েছে। ২০১৯ সালের ২৮ ডিসেম্বর প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক তৃতীয় টার্মিনাল নির্মাণ কাজের উদ্বোধন হওয়র পর থেকে এখন পর্যন্ত মোট কাজের ৬.৪ শতাংশ সম্পন্ন  হয়েছে। কাজের এ অগ্রগতি সন্তোষজনক। আমরা আশা করি নির্মাণ কাজ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত জুন-২০২৩ এর মধ্যেই তৃতীয় টার্মিনালের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করে তা যাত্রীদের ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত করা সম্ভব হবে।

 মন্ত্রী আজ হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের তৃতীয় টার্মিনাল নির্মাণ কাজের অগ্রগতি ও অভ্যন্তরীণ টার্মিনালের নবনির্মিত ভবন পরিদর্শনকালে এ কথা বলেন তিনি। এসময় তার সাথে ছিলেন বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মোঃ মহিবুল হক ও বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান এয়ার ভাইস মার্শাল মোঃ মফিদুর রহমানসহ অন্যান্য ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ।

 তিনি আরো বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশের এভিয়েশন সেক্টরের উন্নয়ন কাজ অদম্য গতিতে এগিয়ে চলছে। হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের অত্যাধুনিক তৃতীয় টার্মিনাল নির্মাণের পাশাপাশি একই সাথে সিলেট এমএজি ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ও চট্টগ্রামের শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের উন্নয়ন কাজ চলমান রয়েছে। কক্সবাজার ও সৈয়দপুর বিমানবন্দরকে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে উন্নীত করার কাজ চলছে। সৈয়দপুরে ভূমি অধিগ্রহণের কাজ সম্পন্ন হওয়া মাত্রই অন্যান্য কাজ শুরু করা হবে। এছাড়াও বাংলাদেশের সকল অভ্যন্তরীণ বিমানবন্দর এর নানাবিধ উন্নয়ন কাজ চলমান রয়েছে।

 প্রতিমন্ত্রী বলেন, কোভিড-১৯ এর কারণে তৃতীয় টার্মিনাল নির্মাণ কাজ একদিনের জন্যও বন্ধ ছিল না। যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে তৃতীয় টার্মিনাল নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। তৃতীয় টার্মিনালের নির্মাণ কাজে কর্মরত জনবলের জন্য আলাদা বাসস্থান, কোভিড-১৯ এ আক্রান্তদের কোয়ারেন্টাইন এর ব্যবস্থা, চিকিৎসা সেবা নিশ্চিতকরণসহ নানাবিধ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

 পরিদর্শনকালে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে মাহবুব আলী বলেন, হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে তৃতীয় টার্মিনালের বিদ্যমান নকশায় কোন পরিবর্তন করা হচ্ছে না। নির্মাণ স্থানের মাটির অবস্থার কারণে স্ক্রুড পাইলিং এর পরিবর্তে বোর পাইলিংয়ে কাজ করা হচ্ছে। এটি একান্তই একটি টেকনিক্যাল বিষয়। এর কারণে প্রকল্প ব্যয় কোনভাবেই বৃদ্ধি পাবে না বরং মোট প্রকল্প ব্যয় হতে ৭৫০ কোটি টাকা সাশ্রয় হবে। সাশ্রয়কৃত এই টাকা দিয়ে সরকার ও জাইকার সম্মতি এবং অন্যান্য বিধিগত প্রক্রিয়া নিষ্পত্তি সাপেক্ষে তৃতীয় টার্মিনালে নির্মিতব্য ১২টি বোর্ডিং ব্রিজের অতিরিক্ত আরো ১৪টি বোর্ডিং ব্রিজ ও একটি ভিভিআইপি টার্মিনাল কমপ্লেক্স নির্মাণ করার পরিকল্পনা রয়েছে।

#

তানভীর/অনসূয়া/জসীম/কুতুব/২০২০/১৬২৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                  নম্বর : ২৯৫৭

**মায়ের বুকের দুধ খাওয়ানোর হার বৈশ্বিক অনুপাতে দেশে এখন ২৫ ভাগ বেশি**

 **-স্বাস্থ্যমন্ত্রী**

ঢাকা, ২৫ শ্রাবণ (৯ আগস্ট) :

 স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী জাহিদ মালেক বলেছেন, মায়েদের বুকের দুধ খাওয়ানোর হার এখন বৈশ্বিক অনুপাতে দেশে ২৫ শতাংশ বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশ্বে এখন মায়েদের বুকের দুধ খাওয়ানোর হার ৪০ শতাংশ, যেখানে বাংলাদেশে মায়েদের বুকের দুধ খাওয়ানো হার এখন ৬৫ শতাংশ। বর্তমানে করোনা ও বন্যার দুর্যোগের সময়েও বাংলাদেশে মায়েদের বুকের দুধ খাওয়ানোতে মানুষকে উদ্ধুদ্ধ করতে দেশের স্বাস্থ্যখাত নিরলস কাজ করে যাচ্ছে।

 আজ সচিবালয়ে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ দিবস উপলক্ষে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে স্বাস্থ্য ও পবিার কল্যাণ মন্ত্রী জাহিদ মালেক এসব কথা বলেন ।

 মন্ত্রী বলেন, স্বাস্থ্যখাতের মাঠ পর্যায়ের স্বাস্থ্যকর্মীদের অক্লান্ত শ্রমের ফলে বিশ্ব আমাদের প্রধানমন্ত্রীকে ভ্যাকসিন হিরো থেকে শুরু করে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পুরস্কারে পুরস্কৃত করেছে। এই করোনার মহামারিতেও দেশের স্বাস্থ্যখাতের সময়োচিত ভূমিকা গ্রহণের ফলে বিশ্বে করোনায় সনাক্ত বিবেচনায় মৃত্যুহার সবচেয়ে কম দেশগুলির মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম।

 স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের সচিব মো. আবদুল মান্নান-এর সভাপতিত্বে সভায় আরো বক্তব্য রাখেন স্বাস্থ্য শিক্ষা বিভাগের সচিব মো. আলী নূর, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. আবুল বাসার মোহাম্মদ খুরশীদ আলম, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক সাহান আরা বানু, এনডিসি। অনুষ্ঠানে সূচনা বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ ব্রেস্ট ফিডিং ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. এস কে রায়।

#

মাইদুল/অনসূয়া/জসীম/আসমা/২০২০/১৬০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                              নম্বর : ২৯৫৬

তিনদেশে নিযুক্ত রাষ্ট্রদূতকে বাণিজ্যমন্ত্রী

**কোভিড-১৯ পরবর্তী রপ্তানি বাণিজ্যের সুযোগ গ্রহণে কাজ করতে হবে**

ঢাকা, ২৫ শ্রাবণ (৯ আগস্ট) :

 বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি বলেছেন, কোভিড-১৯ পরবর্তী রপ্তানি বাণিজ্যের সুযোগ গ্রহণ করতে দূতাবাসগুলোকে কাজ করতে হবে। এজন্য বিভিন্ন দেশে নিযুক্ত রাষ্ট্রদূতগনকে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করতে হবে।

 বাণিজ্যমন্ত্রী আজ ঢাকায় সরকারি বাসভবনের অফিস কক্ষে সৌদি আরবে নিযুক্ত রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ জাভেদ পাটোয়ারি, কুয়েতে নিযুক্ত রাষ্ঠ্রদূত মেজর জেনারেল আসিক এবং উজবেকিস্থানে নিযুক্ত রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম এর সাথে বৈঠকের সময় এসব কথা বলেন।

 মন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে স্পেশাল ইকোনমিক জোনগুলোর নির্মাণ কাজ দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। এ গুলোতে বিনিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। বাংলাদেশ সরকার দেশি-বিদেশি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে আকর্ষনীয় সুযোগ-সুবিধা প্রদান করছে। এগুলো বিদেশি বিনিয়োগকারীদের কাছে তুলে ধরতে হবে।

 টিপু মুনশি বলেন, সৌদি আরব, কুয়েত এবং উজবেকিস্থান বাংলাদেশের বন্ধুরাষ্ট্র। এ সব দেশে বাংলাদেশি পণ্যের বেশ চাহিদা রয়েছে। সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর ব্যবসায়ীদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রেখে বাণিজ্যের সুযোগ নিতে হবে। তিনি বলেন, উভয় দেশের ব্যবসায়ীদের সফর বিনিময়ের মাধ্যমে বাণিজ্য বৃদ্ধি করা সম্ভব বলে মন্তব্য করেন।

 তিনি বলেন, রাশিয়া একটি বড় বাজার। এবাজারে প্রবেশ করতে আমরা কাজ করছি। এজন্য উজবেকিস্থান বাংলাদেশের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। উজবেকিস্থানও বাংলাদেশের সাথে বাণিজ্য বৃদ্ধি করতে আগ্রহী। উভয় দেশ বাণিজ্য জটিলতা দূর করতে কাজ করছে। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূতকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে।

 বাণিজ্য সচিব ড. মো. জাফর উদ্দীন, অতিরিক্ত সচিব (রপ্তানি) মো. ওবায়দুল আজম, অতিরিক্ত সচিব (এফটিএ) শরিফা খান এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

#

লতিফ/অনসূয়া/জসীম/আসমা/২০২০/১৫৫০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৯৫৫

**মুজিববর্ষে জাতির পিতার রচনা পাঠ কার্যক্রমকে সারাদেশে ছড়িয়ে দেয়া হবে**

 - সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী

ঢাকা, ২৫ শ্রাবণ (৯ আগস্ট):

 সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ বলেছেন, মুজিববর্ষ ও জাতীয় শোকদিবস দিবস উপলক্ষে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রচিত গ্রন্থসমূহকে নতুন প্রজন্মের মাঝে ছড়িয়ে দেয়ার লক্ষ্যে যে পাঠ কার্যক্রমের উদ্যোগ নিয়েছে এটি নিঃসন্দেহে একটি নতুন, সৃজনশীল ও প্রশংসনীয় কর্মসূচি।

 প্রতিমন্ত্রী আজ রাজধানীর গুলিস্তানস্থ জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের সভাকক্ষে মুজিববর্ষ ও জাতীয় শোকদিবস ২০২০ উপলক্ষে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র আয়োজিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর লেখা তিনটি গ্রন্থ 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী', 'কারাগারের রোজনামচা', ও 'আমার দেখা নয়াচীন' এর ওপর "পড়ি বঙ্গবন্ধুর বই, সোনার মানুষ হই" শিরোনামে ঢাকা মহানগরের ১০টি বেসরকারি গ্রন্থাগারের সহযোগিতায় স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে চার মাসব্যাপী পাঠ কার্যক্রমের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

 প্রতিমন্ত্রী বলেন, নতুন টাকার গন্ধ যেমন আমাদের আকর্ষণ করে, তেমনি নতুন বইয়ের গন্ধও আমাদের আকর্ষণ করে। এটি আমাদের জ্ঞান উদ্দীপ্ত আলোকিত পথের সন্ধান দেয় এবং মানবিক মূল্যবোধকে জাগ্রত করে। পারিবারিক লাইব্রেরি স্থাপনের ওপর গুরুত্বারোপ করে প্রতিমন্ত্রী বলেন, প্রাথমিকভাবে ১০টি বেসরকারি গ্রন্থাগারের সহযোগিতায় ১০০টি বই ও প্রয়োজনীয় সংখ্যক বুক শেল্ফ বা শোকেজ সরবরাহের মাধ্যমে ১০টি আদর্শ পারিবারিক লাইব্রেরি স্থাপন করা হবে এবং পর্যায়ক্রমে তা ছড়িয়ে দেয়া হবে। এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণের জন্য তিনি জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র ও বেসরকারি গ্রন্থাগারসমূহের প্রতিনিধিদের প্রতি আহ্বান জানান।

 কে এম খালিদ বলেন, সাধারণত সেলুনে যাওয়া মানুষজন হাতের সামনে পাওয়া বই-পুস্তক, পত্রিকা কিংবা কাগজপত্র উলটেপালটে দেখে বা পড়াশোনা করে। সে বিষয়টি বিবেচনায় রেখে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বই বিশেষ করে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু রচিত তিনটি বই সরবরাহের মাধ্যমে পরীক্ষামূলকভাবে সেলুন লাইব্রেরি চালু করা যেতে পারে। এ ব্যাপারে প্রতিমন্ত্রী লালমনিরহাট জেলার একটি সেলুন লাইব্রেরির উদাহরণ তুলে ধরেন।

 প্রাথমিকভাবে ১০টি বেসরকারি গ্রন্থাগারের সহযোগিতায় স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের ১৫০জন শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণে এটি শুরু হচ্ছে। পর্যায়ক্রমে এ পাঠ কার্যক্রমকে সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত ৮০০টি গ্রন্থাগারের সহযোগিতায় সারাদেশে ছড়িয়ে দেয়া হবে। এ ব্যাপারে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র জেলা সরকারি গণগ্রন্থাগার ও বেসরকারি গ্রন্থাগারসমূহের সহযোগিতায় প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

 সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. বদরুল আরেফীন এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি ও বিশিষ্ট মুক্তিযুদ্ধ-গবেষক মফিদুল হক এবং জাতীয় প্রেসক্লাবের সভাপতি ও দৈনিক যুগান্তরের সম্পাদক সাইফুল আলম।

#

ফয়সল/অনসূয়া/জসীম/কুতুব/২০২০/১৫১৫ ঘণ্টা

Z\_¨weeiYx b¤^i : 2954

**ivR‰bwZK cwiPq †Kv‡bv Acivaxi AvZ¥iÿvi Xvj n‡Z cv‡i bv**

 **- Ievq`yj Kv‡`i**

XvKv, 25 kÖveY **(**9 AvM÷):

 Awbqg `yb©xwZi weiæ‡× †kL nvwmbv miKv‡ii Ae¯’vb AZ¨šÍ K‡Vvi Ges B‡Zvg‡a¨ Zv ¯úó n‡q‡Q| ivR‰bwZK cwiPq †Kv‡bv Acivaxi AvZ¥iÿvi Xvj n‡Z cv‡i bv, Zv †`kiZœ †kL nvwmbv cÖgvY K‡i‡Qb e‡j gšÍe¨ K‡ib moK cwienb I †mZz gš¿x Ievq`yj Kv‡`i|

 gš¿x AvR wbR evmfeb †\_‡K †MvcvjMÄ moK †Rvb, weAviwUwm I weAviwUGÕi Kg©KZ©v‡`i mv‡\_ wfwWI Kbdv‡i‡Ý gZwewbgq †k‡l weªwds-G G K\_v e‡jb|

 K¨vwm‡bv we‡ivax Awfhvbmn mv¤úªwZK ¯^v¯’¨LvZ I Ab¨vb¨ Lv‡Z Awbq‡gi weiæ‡× Pjgvb Awfhvb miKvi ¯^ZcÖ‡Yvw`Z n‡q cwiPvjbv Ki‡Q| G Awfhvb Ae¨vnZ \_vK‡e D‡jøL K‡i gš¿x e‡jb AvR hviv Awbqg wb‡q K\_v ej‡Qb Zv‡`i mgqKv‡j evsjv‡`k `yb©xwZ‡Z wek¦P¨vw¤úqvb n‡qwQj| `yb©xwZ‡K cÖvwZôvwbK iƒc †`qvi cvkvcvwk `jxq MVbZš¿ †\_‡K `yb©xwZ welqK aviv evwZj K‡i weGbwc AvZ¥¯^xK…Z `yb©xwZevR `j wn‡m‡e wb‡R‡`i ¯^xK…wZ w`‡q‡Q|

 †kL nvwmbv miKvi †Kv‡bv Acivax‡K `jxq cwiP‡q euvPv‡bvi †Póv K‡iwb| wek¦wRr nZ¨vKv‡Ð Awfhy³iv `jxq cwiP‡qI Qvo cvqwb| ey‡qU-Gi Aveivi, ei¸bvi widvZ kixd, †dbxi byimivZmn Ab¨vb¨ NUbvqI Awfhy³‡`i AvB‡bi AvIZvq Avbv n‡q‡Q| weGbwc Zv‡`i mgqKv‡j Ggb †Kv‡bv bRxi m„wó Ki‡Z †c‡i‡Q wKbv Zv Rvb‡Z Pvb gš¿x|

 cÖavbgš¿x †kL nvwmbv‡K †`‡ki ivRbxwZ‡Z D`viZvi gyZ© cÖZxK wn‡m‡e D‡jøL K‡i wZwb e‡jb 21‡k AvM÷ †MÖ‡bW nvgjvi cÖavb Uv‡M©U wQj †kL nvwmbv| 15 AvM÷ wcZvgvZvmn cwiev‡ii m`m¨‡`i wbg©g nZ¨vKv‡Ði ÿZ ey‡K †P‡c wZwb wM‡qwQ‡jb Lv‡j`v wRqvi evmvq mšÍvb nviv gv‡K mvšÍbv w`‡Z| †mLv‡b Zuvi mv‡\_ wK AvPiY K‡iwQj Zviv, Zv weGbwc fz‡j †M‡jI AvIqvgx jxM fz‡jwb|

 Gi Av‡M gZwewbgq mfvq gš¿x e‡jb, gš¿Yvj‡qi Aaxb¯’ Kg©KZ©v‡`i c‡`vbœwZ I c`vq‡bi †ÿ‡Î †R¨ôZvi cvkvcvwk Kg©`ÿZv g~j¨vqY Kiv n‡e| miKvwi A\_© e¨env‡i m‡e©v”P mZK©Zv cvj‡bi cvkvcvwk AcPq †iva Kivi Ici ¸iæZ¡v‡ivc K‡i wZwb e‡jb, moK wbg©v‡Y ¸YMZgvb AÿzYœ ivL‡Z n‡e| Kv‡Ri gvb a‡i ivL‡Z Ges mgqgZ †kl Ki‡Z Kg©KZ©v‡`i wbweo Z`viwK evov‡bvi Ici Gmgq wZwb †Rvi †`b|

 gš¿x C‡`i ci †diZ hvÎvq msMwVZ moK `yN©Ubv I cÖvYnvwbi NUbv Z`‡šÍ GKwU Z`šÍ KwgwU MV‡bi wb‡`©k †`b| AvMvgx mvZ Kg©w`e‡mi g‡a¨ KwgwU‡K cÖwZ‡e`b w`‡Z ejv n‡q‡Q e‡j wZwb Rvbvb|

 G mgq moK I Rbc\_ Awa`ß‡ii cÖavb cÖ‡KŠkjx KvRx kvn&wiqvi †nv‡mb, moK cwienb gnvmoK wefv‡Mi AwZwi³ mwPe P›`b Kzgvi †`, AwZwi³ cÖavb cÖ‡KŠkjx gwbi †nv‡mb cvVvb, †MvcvjMÄ moK †Rv‡bi AwZwi³ cÖavb cÖ‡KŠkjx †gv. RvwKi †nv‡mbmn wewfbœ moK wefv‡Mi wbe©vnx cÖ‡KŠkjx, weAviwUwm I weAviwUGÕi Kg©KZ©vMY mshy³ wQ‡jb|

#

Avey bv‡Qi/Abm~qv/Rmxg/KzZze/2020/1420 NÈv

তথ্যবিবরণী                                                                                  নম্বর : ২৯৫৩

**বন্যায় এ পর্যন্ত ১১ হাজার ৫১৮ মেট্রিক** **টন চাল বিতরণ করা হয়েছে**

ঢাকা, ২৫ শ্রাবণ (৯ আগস্ট) :

 সাম্প্রতিক অতিবর্ষণজনিত কারণে সৃষ্ট বন্যায় ৩৩টি জেলায় ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে মানবিক সহায়তা হিসেবে বিতরণের জন্য এ পর্যন্ত ১৬ হাজার ৫১০ মেট্রিক টন চাল বরাদ্দ দেয়া হয়েছে এবং এ পর্যন্ত ১১ হাজার ৫১৮ মেট্রিক টন চাল বিতরণ করা হয়েছে।

 বন্যাকবলিত জেলা প্রশাসনসমূহ থেকে ৮ আগস্ট পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী নগদ টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে চার কোটি ১৮ লাখ ৫০ হাজার টাকা এবং এ পর্যন্ত বিতরণ করা হয়েছে দুই কোটি ৭৮ লাখ ৩০ হাজার ৭০০ টাকা। শিশু খাদ্য সহায়ক হিসেবে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে এক কোটি ৪০ লাখ টাকা এবং এ পর্যন্ত বিতরণ করা হয়েছে ৯১ লাখ ১৩ হাজার ৮৫৬ টাকা। গো খাদ্য ক্রয়ের জন্য বরাদ্দ দেয়া হয়েছে দুই কোটি ৮৮ লাখ টাকা এবং বিতরণের পরিমাণ এক কোটি ৭৭ লাখ ৮৯ হাজার টাকা। শুকনো ও অন্যান্য খাবারের প্যাকেট বরাদ্দ দেয়া হয়েছে এক লাখ ৬২ হাজার এবং এ পর্যন্ত বিতরণ করা হয়েছে এক লাখ ৩৪ হাজার ২৩৬ প্যাকেট।

 এছাড়াও ঢেউটিন বরাদ্দ দেয়া হয়েছে ৩০০ বান্ডিল এবং এ পর্যন্ত বিতরণ করা হয়েছে ১০০ বান্ডিল, গৃহ মঞ্জুরি বাবদ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে নয় লাখ টাকা এবং বিতরণ করা হয়েছে তিন লাখ টাকা।

 বন্যাকবলিত জেলাসমূহ হচ্ছে ঢাকা, গাজীপুর, টাঙ্গাইল, মানিকগঞ্জ, ফরিদপুর, মুন্সিগঞ্জ, রাজবাড়ী, মাদারীপুর, শরীয়তপুর, গোপালগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ, ময়মনসিংহ, নেত্রকোনা, জামালপুর, চাঁদপুর, নোয়াখালী, লক্ষ্মীপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, রাজশাহী, নওগাঁ, নাটোর, সিরাজগঞ্জ, বগুড়া, পাবনা, রংপুর, কুড়িগ্রাম, নীলফামারী, গাইবান্ধা, লালমনিরহাট, সিলেট, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ এবং সুনামগঞ্জ।

 বন্যাকবলিত উপজেলার সংখ্যা ১৬৩টি এবং ইউনিয়নের সংখ্যা এক হাজার ৭৯টি । পানিবন্দি পরিবার সংখ্যা ৯ লাখ ৮২ হাজার ২৭৭টি এবং ক্ষতিগ্রস্ত লোক সংখ্যা ৫৪ লাখ ৭ হাজার ৫৬৯ জন। বন্যায় এ পর্যন্ত মৃতের সংখ্যা ৪১ জন।

 বন্যা কবলিত জেলাসমূহে আশ্রয়কেন্দ্র খোলা হয়েছে এক হাজার ৩৬৫টি । আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রিত লোক সংখ্যা ৪৩ হাজার ৩৩৮ জন। আশ্রয়কেন্দ্র আনা গবাদি পশুর সংখ্যা ৭১ হাজার ১৯২টি। বন্যাকবলিত জেলাসমূহে মেডিকেল টিম গঠন করা হয়েছে ৮৮৩টি এবং বর্তমানে চালু আছে ৩১৭টি ।

#

সেলিম/অনসূয়া/জসীম/আসমা/২০২০/১১০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৯৫২

**নিউইয়র্কে বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব এর ৯০তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন**

নিউইয়র্ক, ৯ আগস্ট :

 বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল গতকাল যথাযোগ্য মর্যাদায় বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিবের ৯০তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন করে। নিউইয়র্কে বৈশ্বিক মহামাwর করোনা ভাইরাস এর অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে, স্বাগতিক দেশের বিধি-বিধান প্রতিপালন করে কনস্যুলেটে কনসাল জেনারেল সাদিয়া ফয়জুননেসার সভাপতিত্বে এই দিবসটি উদ্‌যাপন করা হয়। এ বছর বঙ্গমাতার জন্মবার্ষিকীতে প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে ‘বঙ্গমাতা ত্যাগ ও সুন্দরের সাহসী প্রতীক’, যা মহীয়সী এ নারীর জীবন ও কর্মের সাথে গভীরভাবে সম্পৃক্ত।

 বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব এর প্রতিকৃতিতে অনুষ্ঠানের শুরুতে পুস্পস্তবক অর্পণ করেন কনসাল জেনারেল সাদিয়া ফয়জুননেসা এবং কনস্যুলেটের অন্যান্য সদস্যবৃন্দ। এ উপলক্ষে ঢাকা থেকে প্রেরিত রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী’র বাণী পাঠ করেন কনসাল জেনারেল। জাতির পিতা, তাঁর পরিবারের অন্যান্য শহীদ সদস্য ও শহীদ বীর মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে এবং দেশের অব্যাহত সমৃদ্ধির জন্য বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত করা হয় এবং তাঁদের আত্মার শান্তি কামনায় ১ মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। অনুষ্ঠানে বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব এর ওপর নির্মিত একটি প্রামান্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়।

 কনসাল জেনারেল তাঁর বক্তব্যের শুরুতে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের সকল শহীদ সদস্যদের হত্যাকারীদের দেশে ফিরিয়ে নিয়ে বিচারের রায় কার্যকরে সচেষ্ট থাকার জন্য তিনি সকলকে আবারও অনুরোধ জানান ।

 বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব এর জীবন সম্বন্ধে স্মৃতিচারণ করে কনসাল জেনারেল বলেন, বাংলাদেশের স্বাধীনতার সংগ্রামে বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব এর অবদান অপরিসীম। দেশ ও জাতির জন্য অপরিসীম ত্যাগ, সহমর্মিতা, সহযোগিতা ও বিচক্ষণতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিবকে ‘বঙ্গমাতা’য় অভিষিক্ত করেছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর বিশ্বনেতা হওয়ার নেপথ্যে তাঁর অনুপ্রেরণা এবং ভূমিকা অনস্বীকার্য। বাঙালির মুক্তিসংগ্রামে বঙ্গমাতা অন্যতম এক নেপথ্য অনুপ্রেরণাদাত্রী। বাঙালি জাতির সুদীর্ঘ স্বাধিকার আন্দোলনের প্রতিটি পদক্ষেপে তিনি বঙ্গবন্ধুকে সক্রিয় সহযোগিতা করেছেন। বিশেষ করে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণের নেপথ্যেও ছিলেন বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব। তাঁরই অনুপ্রেরণায় বঙ্গবন্ধুর হৃদয় থেকে উৎসারিত যে অলিখিত ভাষণ প্রদান করেছিলেন তা ছিল স্বাধীনতার ডাক।

 নিউইয়র্কে বসবাসরত শহীদ শেখ কামাল এর স্ত্রী শহীদ সুলতানা কামাল এর জ্যেষ্ঠ বোন খালেদা রহমান ফোন কলের মাধ্যমে অনুষ্ঠানে যুক্ত হন এবং বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব ও শেখ কামাল সম্পর্কে স্মৃতিচারণ করেন।

 এছাড়া ওয়াশিংটন ডিসি, বাংলাদেশ দূতাবাস ব্রাজিলিয়া, ব্রাজিল, বাংলাদেশ হাইকমিশন আবুজা, নাইজেরিয়া, বাংলাদেশ দূতাবাস ও স্থায়ী মিশন, ভিয়েনা, অষ্ট্রিয়া, বাংলাদেশ দূতাবাস, এথেন্স, গ্রিস যথাযোগ্য মর্যাদায় বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা’র ৯০তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন করে।

#

অনসূয়া/জসীম/সুবর্ণা/কুতুব/২০২০/১১৪০ ঘণ্টা

Z\_¨weeiYx b¤^i : 2951

**e½gvZvi Av`k©B n‡Z cv‡i evsjv‡`‡ki A`g¨ AMÖhvÎvi PvweKvwV**

 **-ivóª`~Z iveve dvwZgv**

wbDBqK©, 9 AvM÷ :

 MZKvj RvwZms‡N evsjv‡`k ¯’vqx wgk‡b h\_v‡hvM¨ gh©v`vq me©Kv‡ji me©‡kÖô evOvwj RvwZi wcZv e½eÜy †kL gywReyi ingv‡bi mnawg©bx e½gvZv †kL dwRjvZyb †bQv gywRe Gi 90Zg Rb¥evwl©Kx D`hvcb Kiv nq|

 RvwZi wcZv I e½gvZvmn 1975 mv‡ji 15 AvM÷ NvZK‡`i ey‡j‡U wbg©gfv‡e wbnZ e½eÜy cwiev‡ii Ab¨vb¨ m`m¨‡`i we‡`nx AvZ¥vi gvM‡divZ Ges †`k I RvwZi DË‡ivËi mg…w× Kvgbv K‡i Abyôv‡bi ïiæ‡ZB we‡kl †gvbvRvZ Kiv nq| Gici e½gvZv †kL dwRjvZzb †bQv gywR‡ei Rxeb I K‡g©i Ici wbwg©Z we‡kl cÖvgvY¨ wPÎ cÖ`k©b Kiv nq| e½gvZvi Rb¥evwl©Kx Dcj‡¶ cÖ`Ë ivóªcwZ I cÖavbgš¿xi evYx cvV Kiv nq|

 Av‡jvPbv c‡e©i ïiæ‡Z gnxqmx bvix †kL dwRjvZyb †bQv gywR‡ei Rxeb I Kg© Ges †`k I RvwZMV‡b Zvui Amgvb¨ Ae`v‡bi bvbv w`K Zy‡j a‡i e³e¨ iv‡Lb RvwZms‡N wbhy³ evsjv‡`‡ki ¯’vqx cÖwZwbwa ivó«`~Z iveve dvwZgv|

 ivóª`~Z e‡jb, ÔRvwZi wcZvi †mvbvi evsjv Movi ¯^cœ aviY K‡i cÖavbgš¿x †kL nvwmbvi †bZ…‡Z¡ `~e©vi MwZ‡Z GwM‡q Pj‡Q evsjv‡`k Avi e½gvZvi †i‡L hvIqv Av`k© n‡Z cv‡i evsjv‡`‡ki GB A`g¨ AMÖhvÎvi PvweKvwVÕ|

 ¯’vqx cÖwZwbwa Av‡iv e‡jb, Avgiv hLb e½eÜy‡K wb‡q wPšÍv Kwi wKsev Zuvi m¤ú‡K© K\_v ewj ZLb ¯^vfvweKfv‡eB P‡j Av‡m e½gvZvi K\_v| RvwZi wcZvi ÔAmgvß AvZ¥RxebxÕ Ges cÖavbgš¿x †kL nvwmbv cÖ`Ë ¯§„wZPviYg~jK e³e¨ †\_‡K bvbv DØ„wZ D‡jøLc~e©K wZwb e½gvZvi hvwcZ Rxe‡bi wewfbœ w`K Zz‡j a‡ib| Zvui e³‡e¨ D‡V Av‡m-Kxfv‡e e½eÜzi AeZ©gv‡b e½gvZv `jxq Kg©KvÛ mPj ivL‡Z f~wgKv †i‡L‡Qb, Kxfv‡e Aejxjvq `jxq Kg©x Ges `‡ji cÖ‡qvR‡b Zvui mwÂZ A\_© e¨q K‡i‡Qb; 6 `dv, 7 gv‡P©i KvjRqx fvlYmn wewfbœ ivR‰bwZK wm×v‡šÍ e½eÜz‡K AUj \_vK‡Z Kxfv‡e e½gvZv mvnm hywM‡q‡Qb, AeY©bxq Kó mn¨ K‡iI nvwmgy‡L msmvi AvM‡j †i‡L‡Qb Zvi bvbv w`K|

 †KvwfW-19 Gi †cÖÿvc‡U ¯’vbxq wb‡`©kbv Abyhvqx mvgvwRK `~iZ¡ †g‡b ¯’vqx wgk‡bi e½eÜz wgjbvqZ‡b Av‡qvwRZ G Abyôv‡b wgk‡bi me©¯Í‡ii Kg©KZ©v-Kg©Pvix AskMÖnY K‡ib|

#

Abm~qv/Rmxg/myeY©v/KzZze/2020/1145 NÈv